**জাতীয় খতিব এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সম্মেলন**

**ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, রবিবার, ২৬ কার্তিক ১৪২০, ১০ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শ্রদ্ধেয় খতিব, ইমাম সাহেবান,

ওলামা-মাশায়েখ,

ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিশু-কিশোর ভাই ও বোনেরা,

সুধিমন্ডলী ।

            আসসালামু আলাইকুম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহতা'আলার দরবারে।

ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও মানবতার ধর্ম। গত পৌণে ৫ বছরে আমরা ইসলামের এই সমুন্নত শিক্ষার মর্মবাণী যথাযথভাবে তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। সেই সাথে মহানবী (সা.)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ মদীনা সনদের আলোকে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যেন তাঁদের স্বস্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করারও আন্তরিক চেষ্টা করেছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপনের জন্য তিনি সীরাত মজলিস গঠন করেন।

বেতার ও টেলিভিশনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শবে কদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে বিশাল জায়গা বরাদ্দ দেন।

কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ করেন। রাশিয়াতে তবলীগ জামাত প্রেরণ করেন। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন।

হজ্জযাত্রীরা যাতে স্বল্পব্যয়ে সমুদ্রপথে হজ্জ করতে পারেন এজন্য ‘হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। জাতির পিতার শাহাদতের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মদ ও জুয়ার লাইসেন্স প্রদান করেন। আর হজ্জযাত্রীদের জন্য আনা ‘হিজবুল বাহার' জাহাজটিকে তিনি প্রমোদতরীতে রুপান্তর করেন।

আমরা যা বিশ্বাস করি তাই করার চেষ্টা করি। ইসলাম আমার ধর্ম। তাই স্বাভাবিকভাবে ইসলামের খেদমতে আমি যা করছি, তা আমার বিশ্বাসের গভীর অনুভূতি থেকেই করছি।

বিগত ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয় ও এর সকল জনশক্তিকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করি। মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণের জন্য ‘ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করি। এই ট্রাস্টের মূলধন এখন ২৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে মহানবী (সা.)-এর মসজিদে নববীর আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প অনুমোদন করি। ২৫ হাজার ২৪২টি মসজিদে নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। ৩৩টি ইসলামী মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৩৪ লাখ রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান সরকারের মেয়াদে আরবী-বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ ও উচ্চারণসহ পবিত্র আল-কুরআন ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা জাতীয় সংসদে ‘ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' বিল পাশ করেছি।

ফতোয়া সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের রায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি ফতোয়া বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে দেশের প্রতিটি জেলার শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা ও মুফতি-মুফাসি্রগণকে সম্পৃক্ত করা হবে।

গত মেয়াদে বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য একটি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করি। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত সরকার সে কাজ বন্ধ করে দেয়।

এবার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা পুনরায় মসজিদ সম্প্রসারণ ও মিনার তৈরির কাজ সম্পন্ন করি। বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণের মিনারটিও তৈরি করব, ইনশাআল্লাহ।

বায়তুল মুকাররম মসজিদে ৫ হাজার ৬০০ জন মহিলার নামাজ আদায়ের জন্য আমরা মহিলা নামাজ কক্ষ সম্প্রসারণ করেছি। সেই সাথে মসজিদের শাহানে ২০ হাজার মুসল্লির নামাজের স্থান সম্প্রসারণসহ মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডেও ৫০০ গাড়ী পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া মসজিদের নামাজখানা ও অজুখানা সংস্কার করা হয়েছে। বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সে ৫-তলাবিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে।

সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় হজ্জ নীতি-২০১০ প্রণয়ন করি। বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে হাজীদের সৌদি আরবে বাড়ীভাড়ার অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। সে সময় সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থও আত্মসাৎ করা হয়।

হজ্জের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। হাজীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ২০১১ সাল থেকে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া নিয়েছি। আশকোনায় হজ্জ অফিসে হাজীগণের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল এসি ও লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে। ২০১০ ও ২০১১ সালে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় প্রথম স্থান লাভ করে সৌদি সরকারের প্রশংসাপত্র পেয়েছি।

২০০৬ সালে যেখানে হজ্জযাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন, ২০১২ সালে সেই সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ৯৫৮ জনে উন্নীত হয়।

আমরা বর্তমান মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর বন্ধ থাকা ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প'-এর অনুমোদন দেই। ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের জন্য ৬৪৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পে মাদ্রাসা শিক্ষিত ৪০ হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ৪০ লাখ শিশুকে মসজিদমুখী করা হয়েছে এবং প্রাক-প্রাথমিক স্তরে তারা শিক্ষা লাভ করছে।

আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১০০০ মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন তৈরি করেছি। ৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছি। আমাদের সরকার আগামীতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত মসজিদ নির্মাণ করব, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশে দু'টি ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। একটি আলীয়া ধারা অপরটি কওমী ধারা। আলীয়া ধারার শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি স্বীকৃতি থাকায় আলীয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীগণ সরকারি চাকুরির সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু কওমী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সনদে সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় তারা সরকারি চাকুরি সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

এজন্য আমরা কওমী শিক্ষাকে সরকারি সনদের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছি। কেউ কেউ এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

আমাদের উদ্দেশ্য কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা যাতে সরকারি-বেসরকারি খাতে চাকুরি পায়। তবে এটা বাধ্যতামূলক করা হবে না।

প্রিয় ওলামা মাসায়েখ,

আমরা বিশ্বাস করি, ইসলামের প্রচার-প্রসারে আলেম-ওলামাগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলেম-ওলামাগণ ‘ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া' হিসাবে যুগযুগ ধরে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সমাজে তাঁরা কোন অসঙ্গতি দেখলে আলেম-ওলামাগণ মানুষকে হেদায়েতের পথে আহবান করতেন।

কিন্তু আজ যেন এই দাওয়াতের পথ অনেকটাই রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তাঁরা অনেকেই দাওয়াতের পথ থেকে সরে এসে দেশের মুসলমানদেরকে আস্তিক ও নাস্তিকে বিভাজন করার খেলায় মেতে উঠেছেন।

বিএনপি-জামাত-হেফাজত আজ এক হয়ে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম শর্ত ছিল। আমরা যে কোন মূল্যে এই বিচার বাংলার মাটিতে বাস্তবায়ন করব, ইনশাআল্লাহ্।

সুধিমন্ডলী,

ইসলামে মিথ্যার কোন স্থান নেই। কিন্তু আজকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল আওয়ামী লীগের নামে মিথ্যা অপপ্রচারে নেমেছে। এরা পবিত্র কোরান শরীফ পোড়ায়। মসজিদ ভাঙচুর করে। ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করে। পবিত্র ইসলাম এ ধরণের কাজের অনুমোদন দেয় না।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এ ধরণের অপপ্রচার সবসময়ই ছিল। কিন্তু মিথ্যার বিজয় সবসময় হয় না। আজ জনগণের কাছে স্পষ্ট যে, এ দেশের মানুষের আর ইসলামের প্রকৃত উন্নয়ন আওয়ামী লীগ দ্বারাই হয়। আমরা বিশ্বাস করি, দেশপ্রেমিক জনগণ আমাদের আবার ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

আজকে যে সব ইমাম সাহেবান শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আমি তাঁদের সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে যেসব শিশু-কিশোর ভাই-বোনেরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছ আমি তোমাদের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি যখনই কোন শিশুর সান্নিধ্যে আসি, তখন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার ছোট্ট ভাই রাসেলের মুখ। রাসেল আমার কাছে ১০ বছর বয়সের চিরকালের এক শিশু। আমি শিশুদের কাছে এসে যেন রাসেলকে খুঁজে পাই। একজন বোন হিসেবে আমি রাসেলকে যতটুকু স্নেহ দিতে পারতাম, আমি সেই সবটুকু স্নেহ ও মমতা শিশুদের মাঝে ঢেলে দিতে চাই।

আপনাদের সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।